প্রঃ— বাংলা নাটকের দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবদান আলোচনা কর।

অথবা

টীকা লেখ সাজাহান, নূরজাহান,

উঃ—

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচিতি "হাসির গানের রাজা" হিসাবে। দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি কৃষি বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি ডি. এল. রায় নামেই পরিচিত। জন্ম ১৮৬৩ কৃষ্ণনগরে, মৃত্যু ১৯১৩। বাংলাদেশে দেশাত্মবোধক নাটক লিখে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি কবিতা লিখেছেন। আবার আত্মজীবনীতে লিখেছেন "আমার কাব্যশক্তি যাহা কিছু ছিল আমি আমার নাটকে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটকে প্রথম আবির্ভূত হন একটি প্রহসন রচনা করে। সেটির নাম "কল্কি অবতার"। তাঁর নাটকগুলিকে নানা ভাগে ভাগ করা যায় —

(ক) প্রহসন ⟹ কল্কি অবতার ১৮৯৫, বিরহ ১৮৯৭, ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), পুনর্জন্ম (১৯১১), প্রায়শ্চিত্ত ১৯০২, আনন্দ বিদায় ১৯১২,

(খ) পৌরাণিক নাটক ⟹ পাষাণী ১৯০০, ভীষ্ম ১৯১৪, সীতা ১৯০৮

(গ) ঐতিহাসিক নাটক ⟹ তারাবাঈ ১৯০৩, প্রতাপসিংহ ১৯০৫, দুর্গাদাস ১৯০৬, নূরজাহান ১৯০৮, মেবারপতন ১৯০৮, সাজাহান ১৯০৯, চন্দ্রগুপ্ত ১৯১১, সিংহলবিজয় ১৯১৫,

(ঘ) সামাজিক নাটক ⟹ পরপারে ১৯১২, বঙ্গনারী ১৯১৬,

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম নাটক ১৮৯৫ খ্রীঃ কল্কি অবতার একটি প্রহসন। শেষ বঙ্গনারী ১৯১৬।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রহসন রচনা করেই নাট্য জগতে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু প্রহসন সেক সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল আনন্দবিদায় প্রহসনে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে নাট্যকার দর্শকদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিলেন। তেমনি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হল "তারাবাঈ"। টডের রাজস্থান থেকে এর কাহিনী গৃহীত, তবে এর সংলাপ হল অমিত্রাক্ষর 'কী' ছন্দে লেখা, তাই সেই সংলাপ দর্শকের কানে পীড়া জাগিয়ে ছিল, সেকারণে পরের ঐতিহাসিক নাটকগুলি গদ্যেই রচিত হয়েছিল। সেরকম নাটকগুলির মধ্যে নূরজাহান ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এ নাটক রচিত হয়। মোঘল

ইতিহাসের পটভূমিকায় নূরজাহানের প্রাণজ্যোতি এই নাটকে ব্যক্ত হয়েছে। শেক্সপীয়রের ন্যায় প্রাণজ্যোতির আঙ্গিককে এখানে তিনি গ্রহণ করেছেন। নূরজাহানের জটিল মনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে অসাধারণ ভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। —— "আমি সম্রাটকে কখনো ভালোবাসিনি নাই" আবার শোনা গেছে — "সে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি হয়ত উচ্চাশা, হয়ত অহংকার কিন্তু আসক্তি নয়।" স্বগতোক্তিতে নূরজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। — "আমার উচ্চাশাই তোমার সর্বনাশ করেছে, আমারও সর্বনাশ করেছে।" এর পরের নাটক মেবার পতনে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিয়েছেন "আবার তোরা মানুষ হ"। মেবার পতনের পর প্রকাশিত হয় সাজাহান ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। এটিই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ নাটক। এখানে সম্রাট সাজাহানের সঙ্গে দারা, মুরাদ, সুজার পিতা সাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের পিতা সাজাহানের দ্বন্দ্বকে দেখানো হয়েছে —— "আমার হাতে এক শাসন আছে, সে শুধু স্নেহের শাসন, বেচারা মাতৃহারা পুত্রেরা আমার। তাদের শাসন করব কোন প্রাণে, জাহানারা?" চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্য চরিত্রে হাস্য ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন, সিংহল বিজয় হল বাঙালীর তেজো বিজয়সিংহের লঙ্কা জয় করার কথা, এছাড়া রয়েছে 'সোরাব রোস্তম' (১৯০৮) নাটক একটি ঐতিহাসিক নাটক। [illegible] তার ভীষ্ম নাটক, এটি তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

উপসংহারে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি। ——

প্রথমত :— তিনি সফল ঐতিহাসিক নাটকের নাট্যকার। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি বাংলা নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয়ত :— কথা ও সুর দিয়ে বাংলা নাটকে, গানকে তিনি যেভাবে যুক্ত করেছেন তাতে দ্বিজেন্দ্রগীতি মৌলিক মর্যাদা পেয়েছে।

তৃতীয়ত :— তাঁর নাটকে মেলোড্রামা ও রোমান্সের আতিশয্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেলেও, বাস্তবতা স্বল্প হলেও স্বাভাবিকতাতে বিঘ্ন হয়নি।

চতুর্থত :— শেক্সপীয়রের আঙ্গিককে তিনি সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন, জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধকে তিনি প্রকাশ করেছেন। দেখিয়েছেন স্বদেশের চেয়ে জাতীয়ত্ব বড় আর জাতীয়তাবোধের চেয়ে বড় মনুষ্যত্ব।

[ড. তাপস মণ্ডল]

Scanned with CamScanner